# শিক্ষা ছুটি শেষেও দেশে ফিরছেন না খুবি'র ৩৭ শিক্ষক!

সংবাদ : শুভ্র শচীন, খুলনা

| ঢাকা , শুক্রবার, ০১ নভেম্বর ২০১৯

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি'র) বিভিন্ন বিভাগের ৩৭ জন শিক্ষক শিক্ষা ছুটির নামে দেশের বাইরে গিয়ে আর দেশে ফিরে আসছেন না বলে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষকরা যে দেশে গেছেন আদৌ সেখানে আছেন কি-না, তাদের বর্তমান অবস্থানই বা কোথায়! সে সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কিছুই জানাচ্ছেন না তারা। দেশে ও বিদেশের ঠিকানায় এসব শিক্ষক ও তাদের গ্যারান্টারদের একাধিকবার চিঠি দিয়েও সাড়া পাচ্ছেন না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার প্রফেসর খান গোলাম কুদ্দুস বলেন, এ ব্যাপারে তিন জন শিক্ষককে ইতোমধ্যে বরখাস্ত এবং একাধিক শিক্ষকদের লিগ্যাল নোটিস দেয়া হয়েছে। কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলাও চলছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে অনেকের বিরুদ্ধে। এসব শিক্ষকের কাছে বিশ্ববিদ্যায়য়ের পাওনা প্রায় দুই কোটি এক লাখ টাকা বলেও তিনি জানান। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ৪৭৭ জন শিক্ষক রয়েছেন। যার মধ্যে অধ্যাপক ১৬৫ জন, সহযোগী অধ্যাপক ৯৬ জন, সহকারী অধ্যাপক ১৩৬ জন

এবং প্রভাষক রয়েছেন ৮০ জন। তাদের মধ্যে শিক্ষা ছুটিতে বিদেশে রয়েছেন মোট ৭৬ জন। তার মধ্যে অধ্যাপক ১৭ জন, সহযোগী অধ্যাপক ২৩ জন এবং সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক মিলে আরও ৩৬ জন। যাদের ৩৭ জন শিক্ষা ছুটির মেয়াদ পার হলেও দেশে ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেননি। এই তালিকায় অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক মিলে ১০ জন এবং সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক মিলে বাকি ২৭ জন রয়েছেন।

ইতোমধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে সিইসি ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক এসএম মাসুদ করীমকে, এফএমআটি ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. শেখ বজলুর রহমানকে ও অর্থনীতি ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলামকে। মামলা চলেছে এই তিনজনসহ ইএস ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. মো. নাজিম উদ্দিন ও ফার্মেসি ডিসিপ্লিনের সহকারী অধ্যাপক মোছা. ইশরাত জাহান শহীদের বিরুদ্ধে। ছয় জনের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তারা হলেন, সিএই ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান, ইউআরপি ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক এস. এম. রিয়াজুল আহসান, ফার্মেসি ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক আহমেদ আয়েদুর রহমান, স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক এ. এফ. আশরাফুল আলম, এফএমআরটি ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক মো. সেলিম আজাদ এবং

সমাজবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক মো. শহীদুর ইসলাম।

লিগ্যাল নোটিস পাঠানো হয়েছে, ফউটে ডিসিপ্লিনের সহকারী অধ্যাপক এ এন এন নুরউল্লাহকে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা কেন গ্রহণ করা হবে না এই মর্মে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এফএমআরটি ডিসিপ্লিনের প্রভাষক আবেদিন গোলাম রব্বানীকে। এছাড়া টাকা ফেরত চেয়ে সতর্কীকরণপত্র পাঠানো হয়েছে অন্য ছয়জনকে। তারা হলেন- কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের প্রভাষক মাসুদুর রহমান, একই ডিসিপ্লিনের প্রভাষক শামিমা ইয়াসমিন, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিনের সহকারী অধ্যাপক কুশল রায়, বায়োটেকনোলজি এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সিএসই ডিসিপ্লিনের সহকারী অধ্যাপক তাপস কুমার বাড়ৈ এবং বিএ ডিসিপ্লিনের প্রভাষক তানজির ফিতিন।

রেজিস্ট্রার প্রফেসর খান গোলাম কুদ্দুস বলেন, একজন শিক্ষক মাস্টার্স, পিএইচডি, পোস্টডক্টরাল সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ সাত বছর পর্যন্ত ছুটি পাবেন। সেইক্ষেত্রে তিনি পাঁচ বছর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মিত বেতন পাবেন। আর পরবর্তী একবছর তিনি বেতনের অর্ধেক পাবেন। আর সপ্তম বছর বিনা বেতনে তিনি শিক্ষা ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, ওই শিক্ষক যে কয় বছর শিক্ষা ছুটি কাঁটাবেন দেশে ফিরে এসে এই প্রতিষ্ঠানে নূন্যতম সেই কয় বছর শিক্ষাদান

করবেন। আর যাদ তাঁন না ফেরেন তবে সুদসহ সমুদয় গৃহীত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা দিতে হবে। কিন্তু আমদের অনেক শিক্ষক শিক্ষা ছুটি শেষ করলেও দেশে ফিরছেন না, অপরদিকে টাকাও ফেরত দিচ্ছেন না। সে কারণে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার সাধন রঞ্জন ঘোষ জানান, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা ছুটি নিয়ে পড়তে গিয়ে ফিরে না আসাটা শিক্ষকদের নৈতিকতার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় যেয়ে নিজের সুযোগ সুবিধার কথা ভেবে আর দেশে ফিরছেন না। এতে করে স্বদেশ প্রেম যেমন তাদের মধ্যে থাকছে না তেমন তারা মেধাও চুরি করছে বলে আমি মনে করি। এছাড়া শিক্ষকরা যদি দেশের প্রচলিত নিয়ম মেনে না চলেন তাহলে শিক্ষার্থীরা আগামীতে কী শিখবে এটাও ভাবনার বিষয়। তিনি বলেন, ৩৭ জন শিক্ষকের কাছে মোট পাওনা ছিল তিন কোটি ৫৯ লাখ টাকা, আদায় হয়েছে এক কোটি ৫৮ লাখ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ ফায়েক উজ জামান বলেন, রাষ্ট্রীয় খরচে উচ্চ শিক্ষার নামে বিদেশ যেয়ে যারা দেশে না ফিরে সরকারি কোষাগারে পাওনাদি পরিশোধ করছেন না, তারা কখনোই রাষ্ট্রের মঙ্গল চায় না। সে কারণে তিনি কোন দেশে আছেন, কোথায় কি করছেন এসব বিষয়ে আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি।

তাঁর জানান, আগামীতে সেই দেশের সরকারকেও আমরা চিঠি লিখব তাদের বিরুদ্ধে।